কেরুতে উন্নত কৃষি ও আখের ফলন বৃদ্ধি-বিষয়ক মতবিনিময় সভা

দর্শনা কেরুজ টেনিং কমপ্লেক্সে আখের ফলন বৃদ্ধির লক্ষে উন্নত কৃষি তাত্বিক বিষয়ক মত বিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ টেনিং কমপ্লেক্সে হল রুমে প্রায ৯ টি গ্রামের আখচাষীদের নিয়ে এ সভা অনুষ্টিত হয়।

এ অনুষ্ঠানে মহাব্যাবস্থাপক কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়ার সভাপতিত্বে আখচাষীদের নিয়ে এ টেনিং অনুষ্টিত হয়। এ আখচাষী সভায় প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এফসিএমএ রাব্বিক হাসান।

এ সময় চাষীদের উদ্দেশে তিনি বলেন,“আপনারা আগাম আখচাষ করলে আপনাদের ভুর্তিকি দেওয়া হবে।তাই অল্প জমিতে ভালো বীজ রোপন করলে আপনারা ফলন বেশি পাবেন,।আপনারা এস টিপি বেড তৈরি করে আখ লাগান দেখবেন আপনারা আখের ফলন বেশি পাবেন। তাই আপনারা বেশি বেশি আখ লাগিয়ে চিনি শিল্প টিকে টিকিয়ে রাখুন।আগামী বছর আপনাদের কথা চিন্তা করে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হবে।”

এ সময় বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,মহাব্যাবস্থাপক কৃষি দেলোয়ার হোসেন, ডিজিএম কৃষি সম্পাসারন মাহাবুবুর রহমান, এস সিডিএ মাহফুজুল আলম রতন প্রমুখ।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা ইসলামী

ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে, জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দের আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় এ সময় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনেয়ার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ মজিদ পাতান, বীর মুক্তিযোদ্ধা তৌফিক আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা বিস্তৃত। দেশ ও জাতি সবার উপরে থাকবে। ইসলামিক সরকার, অনইসলামিক সরকার বা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টানদের মিলিত সরকার যেই আসুক না কেন, মুক্তিযোদ্ধারা সর্বদা সবার উপরে থাকবেন।

এছাড়াও এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন অর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তৌফিক আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল থেসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা দুলাল উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা তৈয়ব আলীসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৫টায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায়

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদসহ আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় সদর উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি ও জেলা বিএনপির সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পাশাপাশি, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়ার্ড থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়।

আমঝুপি ইউনিয়নের নবগঠিত ওয়ার্ড কমিটির মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

আমঝুপি ইউনিয়ন নবগঠিত ওয়ার্ড কমিটির সুপারফাইভ বিএনপি সকল সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০ টার সময় আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপি’র নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আমঝুপি নবগঠিত ইউনিয়ন সভাপতি সাবেক প্রভাসক জাহির হোসেন চঞ্চল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপি’র সদস্য ওমর ফারুক লিটন, মেহেরপুর জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাঁকা বিল্লাহ, জেলার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজানুর রহমান মেনন সহ আমঝুপি ইউনিয়নের সভাপতি সেক্রেটারি সহ সুপারফাইভ সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি’র নেতাকর্মীরা বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করেন এবং আগামী দিনের রাষ্ট্রনায়ক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ পুনর্গঠন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন বক্তারা ।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবী রাশেদ খানের

এপিএস এত দুর্নীতি করল আর আমাদের মাননীয় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূইয়া তিনি কিছুই জানতেন না? আমি সরকারের কাছে দাবী রাখতে চায় যেমনি ভাবে তদন্ত হচ্ছে এপিএস মোয়াজ্জেমকে নিয়ে ঠিকই একই ভাবে আসিফ মাহমুদের মন্ত্রনালয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি করেছে যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাই তার বিরুদ্ধেও তদন্ত হতে হবে।

বুধবার (১১জুন) সকালে ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ দাবী করেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি আরও দাবী করেন, শুধু তিনিই নন। প্রত্যেকটা উপদেষ্টার বিরুদ্ধে তদন্ত হতে হবে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে এ সরকার গঠিত হয়েছে উল্লেখ করে রাশেদ খান বলেন, এ সরকার একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যা গ্রহণযোগ্য না। একক এই সিন্ধান্ত স্বৈরাচার শৈখ হাসিনার আচরণকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে সরকার একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতকে উপদেষ্টারা আমলে না নিয়ে এপ্রিলে নির্বাচনের সম্ভাব্য দিন ঘোষণা করেছে। কিন্তু এই অন্তর্বর্তী সরকারকে মনে রাখতে হবে, তারা গণঅভ্যুত্থানের সরকার। এই সরকার ব্যর্থ হলে, জাতি তাদের ক্ষমা করবে না। আমরা এই সরকারের সমালোচনা করেছি, উপদেষ্টাদের কাজের সমালোচনা করেছি। আমরা একটি বারের জন্যও প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগ চাইনি। কিন্তু দেশবাসী প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগের নাটক দেখেছে।

আগামী বছরের এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচনের সম্ভাব্য দিন ঘোষণার মাঝে ১/১১ এর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

তিনি বলেছেন, নির্বাচন সংস্কার কমিশনের নতুন প্রস্তাবে রয়েছে, ৪০ শতাংশের কম ভোট পড়লে ওইসব আসন ও কেন্দ্রে পুনরায় ভোট হবে।

এপ্রিল মাস গরমের মাস। ওই সময় দেশের মানুষ ফসল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এপ্রিলে নির্বাচন হলে স্বাভাবিক ভাবেই ভোটার উপস্থিতি কম হবে। এভাবে ৪০ শতাংশের কম ভোট দেখাতে পারলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় রয়ে যাবে। আমরা বলতে চাই, দেশে ১/১১ নতুন করে অ্যাকটিভ করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। দেশে নতুন করে ভিন্ন কৌশলে ১/১১ বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র চলছে।

সরকার শেখ পরিবারের কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি উল্লেখ করে রাশেদ খান বলেন, আওয়ামী লীগের পলাতক সন্ত্রাসীরা প্রধান উপদেষ্টা সহ গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারীদের নিয়ে অপপ্রচার ও হুমকি-ধামিক দিচ্ছে। আমার প্রশ্ন হলো- আওয়ামী লীগের এসব অপরাধী, শেখ পরিবারের সদস্য ও বিতর্কিত নির্বাচনে কথিত এমপিরা কিভাবে দেশ ছেড়ে পালালো? কারা তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করল? এই সরকারকে সেই হিসেব দিতেই হবে। সরকারের উপদেষ্টারা আওয়ামী লীগের পলাতক এমপি-মন্ত্রীদের সম্পদ পাহারা দিচ্ছে।

মতবিনিময় সভায় গণঅধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল রাজন, পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রাসেল আহমেদ, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি রিহান হোসেন রায়হান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন সহ দলী নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ইমাম ও সুধীজনদের সঙ্গে জামায়াতের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে মসজিদের ইমাম ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৩১ মে) বিকেলে হাড়ভাঙা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কাজিপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আয়োজনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের

শূরা সদস্য ও দলীয়ভাবে মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল হুদা।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির মফিজুর রহমান, উপজেলা সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম এবং কাজিপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আব্দুর রাজ্জাক।

প্রধান অতিথি নাজমুল হুদা তাঁর বক্তব্যে বলেন, “ইমামদের মসজিদের মিম্বার থেকে হক কথা বলার সাহস রাখতে হবে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে সমাজ ও দেশ গঠনে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।”

মতবিনিময় সভায় কাজিপুর ইউনিয়নের কয়েক শতাধিক ইমাম, মোয়াজ্জিন ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

ঈদে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মেহেরপুরে পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

মেহেরপুরে আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে জেলার পশু হাটের ইজারাদার, ব্যাংক কর্মকর্তা ও এজেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা করেছেন পুলিশ সুপার।

আজ বৃহস্পতিবার দুুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার জনাব মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম।

সভায় আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহার পশুর হাটে আগত ক্রেতা-বিক্রেতার সুবিধা-অসুবিধা ও যানজট নিরসন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় আগত অতিথিরা তাদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার কথা পুলিশ সুপারকে জানান।

পুলিশ সুপার বলেন, আসন্ন ঈদ ও পশুর হাটের জন্য জেলা পুলিশের পক্ষ

হতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হাটে কন্ট্রোলরুম স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জাল টাকা সনাক্তকরণে মেশিন এর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান। যেকোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিক সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খানসহ সকল থানার ওসি, ডিবি ওসি, টিআইসহ আগত পশু হাটের ইজারাদার ও ব্যাংক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ল্যাব ও ক্লিনিক মালিক এসোসিয়েশনের নবগঠিত কমিটির মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর জেলা ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিক মালিক এসোসিয়েশনের নবগঠিত কমিটির ১ম মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় শহরের হাসপাতাল বাজারে মাইক্রোপ্যাথ ল্যাবে মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, নবগঠিত কমিটির সভাপতি ডা: আব্দুস সালাম। বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি নাজমুল হুদা, সহ-সভাপতি (সদর) বিধান চন্দ্র নাথ, সহ-সাধারণ সম্পাদক (সদর) শাহিনুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক (গাংনী) হাফিজ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, দপ্তর সম্পাদক আবু আক্তার করণ, সহ-দপ্তর সম্পাদক রাশেদ আবু জাফর, অর্থ সম্পাদক শিমুল, সহ-অর্থ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইমরান পারভেজ, প্রচার সম্পাদক মেহেদী হাসান সাগর, লাইসেন্স বিষয়ক সম্পাদক কামরুল ইসলাম।

সভায় বক্তারা সংগঠনের কার্যক্রম আরও বেগবান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং জেলার স্বাস্থ্যসেবা খাতে স্বচ্ছতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

মুজিবনগরে ‘তারুণ্য নির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা

তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে “তারুণ্য নির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ” শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক জনাব সিফাত মেহনাজ।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব পলাশ মন্ডল। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ হেলাল ওসমান।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা সক্রিয়করণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা সক্রিয়করণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে সাড়ে ৪ টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আয়োজন আদালত ভবনের সম্মেলনের কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস এম নাসিম রেজা।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা মূলত জনগণের উপকারের জন্যই কাজ করি, সে যেভাবেই হোক না কেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন। এজন্য কেউ চেয়ারম্যান হোক বা ওসি, আমাদের উদ্দেশ্য একটাই জনগণের উপকার। পদ্ধতিগতভাবে ভিন্নতা থাকতে পারে, তবে লক্ষ্য একই।

গ্রাম নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের মেহেরপুর জেলায় ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামগুলোতে যদি আমরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালাতে পারি, তাহলে দেখবেন এখানকার মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ তহিদুল ইসলাম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নূর নবী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জামিনুর রহমান খান, সিনিয়র সহকারী জজ মোঃ মাসুদ রানা, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এবং এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট তাজুল ইসলাম, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২য় সত্যব্রত শিকদার, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জাহিদুর রহমান প্রমুখ।